৮ বছর পর বাংলাদেশকে কালো তালিকামুক্ত করল ইতালি

দীর্ঘ আট বছর পর বাংলাদেশকে কালোতালিকামুক্ত করেছে ইতালি সরকার। এতে করে দেশটিতে সিজনাল ও ননসিজনাল ভিসায় প্রবেশের সুযোগ পাবেন বাংলাদেশিরা।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, আমাদের অনুরোধে ইতালীয় সরকার শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশকে মৌসুমি ও অমৌসুমি শ্রমিক কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে রাজি হয়েছে।

এর আগে এ কর্মসূচির শর্ত লঙ্ঘন করায় বাংলাদেশি খামার শ্রমিকদের এই সুবিধা থেকে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছিল।
সোমবার ইতালির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এ সংক্রান্ত একটি নোটিশ প্রকাশ করা হয়। সিজনাল ভিসায় কৃষি, হোটেল ও পর্যটন খাতে ছয় মাসের জন্য বিদেশি শ্রমিক নিয়োগ দেয় ইতালি সরকার।

যেসব দেশ থেকে শ্রমিক আসতে পারবে, তার মধ্যে রয়েছে– আলবেনিয়া, আলজেরিয়া, বাংলাদেশ, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, দক্ষিণ কোরিয়া, আইভরিকোস্ট, মিসর, এল সালভাদর, ইথিওপিয়া, ফিলিপাইন, গাম্বিয়া, ঘানা, জাপান, ভারত, কসোভো, মালি, মরক্কো, মরিশাস, মলডোভা, মন্টিনিগ্রো, নাইজার, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, উত্তর মেসিডোনিয়া প্রজাতন্ত্র, সেনেগাল, সার্বিয়া, শ্রীলংকা, সুদান, তিউনিশিয়া ও ইউক্রেন।

ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন শিশুর অন্ধত্ব দূরীকরণে আশার

প্রদীপ

শিশুর সুরক্ষা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে সরকারের বহুমূখী পরিকল্পনার একটি নজির ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন। একটা সময় ছিল যখন শিশুরা সন্ধ্যায় চোখে দেখতে পেত না। বিষয়টাকে মা-বাবা গুরুত্ব দিত না বা খেয়াল করত না। একপর্যায়ে জানতে পারলো তার শিশুকে সময়মতো চিকিৎসা করালে অন্ধত্বে ভুগতে হতো না।

বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ শিশুর অনাকাঙ্খিত পরিণতি এড়ানোর কথা মাথায় রেখে সরকার শিশুদের জন্য ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন নামে বিশেষ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবে শিশুদের রাতকানা রোগ হয়। এই ভিটামিনের অভাবজনিত রোগের প্রথম উপসর্গ হলো রাতকানা। এ ধরনের রোগীরা মৃদু আলোতে কম দেখে, সময়মত চিকিৎসা না হলে অন্ধ হয়ে যায়। এসব ছাড়াও ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবে শিশুদের শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ, হাম, ডায়রিয়াসহ নানা কারণে মৃত্যুহার বেশি হয়ে থাকে। তাই ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবজনিত সমস্যা প্রতিরোধে সরকারিভাবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বছরে দু’বার জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন হয়ে থাকে। এতে ৬ থেকে ১১ মাস বয়সি সবশিশুকে একটি নীল রঙের ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল এবং ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সি সব শিশুকে একটি করে লাল রঙের ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। নীল রঙের ক্যাপসুলের মাত্রা ১ লক্ষ আইইউ (ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট) এবং লাল রঙের মাত্রা ২ লক্ষ আইইউ।

(৪-১৭) অক্টোবর “জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন”। টীকাদান ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে দেশের ৬ মাস থেকে ১ বছরের কম বয়সি প্রায় ২৭ লক্ষ শিশুকে নীল রঙের ১টি করে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল এবং ১ বছর থেকে ৫ বছর বয়সি প্রায় ১ কোটি ৯৩ লক্ষ শিশুকে লাল রঙের ১টি করে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে। শিশু ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল পাবে। সরকারের লক্ষ্য হলো ৬ থেকে ৫৯ মাস বয়সি শিশুদের মাঝে ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবজনিত রাতকানা রোগের প্রাদুর্ভাব এক শতাংশর নিচে নামিয়ে আনা। এছাড়া এসব শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অপুষ্টিজনিত মৃত্যু প্রতিরোধ করা। ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন এর অর্থ হলো শিশুদের ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো ছাড়াও এই দিনে মায়েদের মাঝে স্বাস্থ্য বার্তাসমূহ প্রচার করা। যেহেতু ৬ মাস থেকে ৫ বছর পর্যন্ত শিশুদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন ‘এ’ জাতীয় খাবার খাওয়ানো সবক্ষেত্রে নিশ্চিতকরা সম্ভব

মাছ-মাংস, ফল, শাক-সবজি খাওয়ানো দরকার। শাক-সবজি অবশ্যই ভালো করে ধুয়ে তেল দিয়ে রান্না করতে হবে। শুধু পানি দিয়ে সিদ্ধ করলে ভিটামিন ‘এ’ পাওয়া যাবে না। পরিবারের রান্নায় ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধ ভোজ্য তেল ব্যবহার করতে হবে। মা ও শিশুর পুষ্টির জন্য গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের।

- ২-

স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পরিমাণে ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধ রঙিন শাক-সবজি এবং হলুদ ফলমূল খাওয়া উচিত। শিশুর বয়স ৬ মাস পূর্ণ হলে মায়ের দুধের পাশাপাশি পরিমাণমতো ঘরে তৈরি সুষম খাবার খাওয়াতে হয়। বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন ও পুষ্টি উপাদানের অভাবে শিশুরা মারাত্মক অপুষ্টিতে ভুগে থাকে। অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুর বৃদ্ধি ধীর গতিতে হয়ে থাকে ও প্রায়ই নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়। কিন্তু সরকারের লক্ষ্য হলো আগামী প্রজন্মকে সুস্থ-সবল ও নিরোগ দেহের অধিকারী হিসেবে গড়ে তোলা। আর এ কারণেই ক্যাম্পেইনে পুষ্টি-বার্তা প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করার প্রয়াস। প্রতি ৬ মাস অন্তর সরকারের এ কর্মসূচির মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক শিশুকে ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবজনিত রাতকানা রোগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি থেকে রক্ষা করা গেলেও এটি অব্যাহত রাখতে প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় সব ধরনের ভিটামিনযুক্ত খাবার থাকতে হবে।

(৪-১৭) অক্টোবর সকল কেন্দ্র সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। যদি কোনো শিশু গত চার মাসের মধ্যে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খেয়ে থাকে তবে তাকে ক্যাম্পেইনে এ ক্যাপসুল খাওয়ানো যাবে না। ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল ভরাপেটে খাওয়ানো ভালো। এটি খাওয়ানো হলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি নেই। তবে অনেক ক্ষেত্রে শিশুদের বমি, পেটের পীড়া ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিতে পারে, তবে এটা সাময়িক। এ ধরনের সমস্যা হলে শিশু বুকের দুধ ও খাবার স্যালাইন খাবে, প্রয়োজনে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানোর প্রয়াস অব্যাহত থাকুক। অন্ধত্বের হাত থেকে আমাদের সমাজ মুক্ত থাকবে- এ প্রত্যাশা সবার।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সন্ত্রাসবাদ চালানোর যে নোংরামি ও পাশবিকতা দেখিয়েছে তা এদেশের জনগণ ভুলে যাবে না।

তিনি রবিবার সন্ধ্যায় তেহরানে তার মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ইরানের সড়ক ও নগরউন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের এক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এ মন্তব্য করেন।

ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী তার দেশের জনগণ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ইরানি জনগণ এমন সময় কঠোর নিষেধাজ্ঞা মোকাবিলা করছে যখন বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ সহজেই সব ধরনের ওষুধ এবং প্রযুক্তি পেয়ে যাচ্ছে। শত্রুরা ইরানি জনগণকে তাদের মৌলিকতম প্রাকৃতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাচ্ছে।

জেনারেল হাতামি বলেন, ইরানি জনগণকে নতিস্বীকারে বাধ্য করার এই প্রচেষ্টা কোনওদিন সফল হবে না। কারণ ইরানি জনগণ জানে এই বর্বর ও নিকৃষ্ট জীবদের কাছে একবার নতিস্বীকার করলে তাদেরকে অপমানিত হতে হবে এবং তাদের অধিকার আরও বেশি পদদলিত হবে।

মার্কিন সরকার ইরানের ১৮টি ব্যাংকের ওপর সম্প্রতি যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে তাকে তেহরান গণনার মধ্যেই ধরে না বলে জানান দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, ইরানের রফতানি বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়ার লক্ষ্যে এই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হলেও তা সফল হবে না। সূত্র: প্রেস টিভি

জনপ্রিয়তা কমলেও ক্ষমতায় আসবে সু চির দল

আগামী ৮ নভেম্বর মিয়ানমারে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এবারের নির্বাচনে বর্তমান ক্ষমতাসীন দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) আবার ক্ষমতায় আসার জোর সম্ভবনা রয়েছে। তবে গতবারের চেয়ে এবার তাদের আসন সংখ্যা কমতে পারে।

বিভিন্ন ইস্যুতে অং সান সু চির ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) তাদের আগের আকাশচম্বি জনপ্রিয়তা হারিয়েছে। তবে সেটি নির্বাচনে তেমন কোনো প্রভাব ফেলবে না বলে পূর্বাভাস দিচ্ছে মিয়ানমারের নীতিনির্ধারক ও গণমাধ্যমগুলো।

দেশটির জনপ্রিয় মিডিয়া ইরাবতির বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, জনগণের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থতার কারণে এবারের নির্বাচনে এনএলডি’র ভোটের সংখ্যা কিছুটা কমবে। এর ওপর কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ভোটার উপস্থিতিও কমবে। তবে এবার প্রবাসী ভোটারের সংখ্যা বাড়তে পারে।

শান্তিতে নোবেল জয়ী নেত্রী সু চির গণতন্ত্রপন্থী এনএলডি ৭০ শতাংশের কম ভোট পাওয়ার আশঙ্কা নেই। গণতন্ত্রপন্থী এথনিক দলগুলো ১২ শতাংশ এবং সেনা সমর্থিত প্রক্সি দল ইউনিয়ন সলিডারিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (ইউএসডিপি) ১০ শতাংশ ভোট পেতে পারে।

উল্লেখ্য, দেশটির পাঁচ কোটি ৫০ লাখ জনসংখ্যার মধ্যে ভোটার সংখ্যা তিন কোটি ৮০ লাখ।

আজ মন্ত্রিসভায় উঠছে ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করার প্রস্তাব

ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করতে সংশোধিত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর খসড়া আজ সোমবার (১২ অক্টোবর) মন্ত্রিসভায় তোলা হচ্ছে বলে জানা গেছে। গতকাল রবিবার (১১ অক্টোবর) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনার পর আইন সংশোধন করে ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে এর আগে জানিয়েছিলেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক।

করোনাকালে ভার্চ্যুয়ালি মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার সদস্যরা অনলাইনে ভিডিও কনফারেন্সে বৈঠকে অংশ নিচ্ছেন। আজও ভার্চ্যুয়াল মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন অনুযায়ী, ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। দেশে সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকটি ধর্ষণের ঘটনার পর ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করার দাবিতে শাহবাগ, মতিঝিলসহ রাজধানীর কয়েকটি স্থানে শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ আন্দোলন করছে। দেশের বিভিন্ন স্থানেও একই দাবিতে আন্দোলন হচ্ছে। এর মধ্যে সরকার ধর্ষণের শাস্তি বাড়ানোর পদক্ষেপ নিয়েছে।

পাপিয়া দম্পতির অস্ত্র মামলার রায় আজ

নরসিংদী জেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক শামীমা নুর পাপিয়া ও তার স্বামী মফিজুর রহমান ওরফে সুমন চৌধুরীর বিরুদ্ধে হওয়া অস্ত্র মামলার রায় আজ। দুপুর ২টায় ঢাকার এক নম্বর স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের বিচারক কে এম ইমরুল কায়েশ এই রায় ঘোষণা করবেন বলে জানা গেছে।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর মামলার বিচারকাজ শেষে রায়ের এই দিন ধার্য করেছিলেন একই আদালত।

এই মামলার যুক্তিতর্ক উপস্থাপনে গত ২৪ সেপ্টেম্বর আইন অনুযায়ী আসামিদের সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আর্জি জানান।

এ বিষয়ে ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর তাপস কুমার পাল বলেন, রাষ্ট্রপক্ষে সাক্ষ্যপ্রমাণ যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া আমরা আইনি যুক্তিগুলোও তুলে ধরেছি। তাই আসামিদের আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডই হবে বলে আমরা পূর্ণ আশাবাদী।

[redacted]: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]

[redacted]

[

মেঘলাসহ প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।

এদিকে, গোপালগঞ্জ, রাঙামাটি, চাঁদপুর, শ্রীমঙ্গল, পাবনা, নীলফামারি, মোংলা, সাতক্ষীরা, যশোর, পটুয়াখালী ও ভোলা জেলার ওপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। এটি কিছু কিছু এলাকায় অব্যাহত থাকতে পারে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

পদত্যাগ করলেন দুই অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল

দুই অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মুরাদ রেজা ও মো. মমতাজ উদ্দিন ফকির পদত্যাগ করেছেন। রবিবার সকালে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল পদ থেকে পদত্যাগ করার কথা জানান মুরাদ রেজা। তিনি বলেছেন, আইন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি বরাবর তিনি পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন। তবে কি কারণে পদত্যাগ করেছেন সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি তিনি।

একই সময়ে আইন মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর উইং এর মাধ্যমে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মমতাজ উদ্দিন ফকির। এ বিষয়ে তিনি জানান, একান্ত ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। এর বাইরে কিছু নেই বলেও জানান তিনি।

যদিও গত বৃহস্পতিবার নতুন অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগের পর থেকে ওই দুজনের পদত্যাগের খবর শোনা যাচ্ছিল। এর আগে গত ৮ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ এম আমিন উদ্দিনকে দেশের ১৬তম অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

এর আগে অ্যাটর্নি জেনারেলের দায়িত্ব পালন করা মাহবুবে আলম ২৭ সেপ্টেম্বর ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের (সিএমএইচ) আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

ভাষা আন্দোলনের ‘আঁতুড় ঘরের’ সাক্ষী ডা. মির্জা মাজহারুল আর নেই

ভাষাসৈনিক অধ্যাপক ডা. মির্জা মাজহারুল ইসলাম আর নেই (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। রবিবার সকাল সোয়া ৯টায় রাজধানীর বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর ৯ মাস ১০ দিন।

তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে হাসপাতাল সূত্র। বার্ধক্যজনিত নানান রোগে ভুগছিলেন তিনি। গত ৩০ সেপ্টেম্বর প্রবীণ এই চিকিৎসক ও ভাষা সংগ্রামী বারডেমের আইসিইউতে ভর্তি হন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি বারডেম হাসপাতালের সার্জারী বিভাগের অনারারি চিফ কনসালটেন্ট ছিলেন।

ভাষা আন্দোলনে অবদানের জন্য ২০১৮ সালে একুশে পদক পান মির্জা মাজহারুল ইসলাম। ১৯২৭ সালের ১ জানুয়ারি তার জন্ম।
মির্জা মাজহারুল ইসলাম ১৯৪৭ সালে ভাষা আন্দোলনের জড়িত হন এর সূচনাপর্ব থেকেই। তিনি এ আন্দোলনের প্রথম দুটি সংগ্রাম পরিষদের সদস্য ছিলেন এবং প্রথম শহীদ মিনারের পরিকল্পনা ও নির্মানে তার বিশেষ অবদান রয়েছে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভাষা আন্দোলন সংগঠিত করেন তিনি। ভাষা আন্দোলনের প্রায় প্রতিটি ঘটনায় মেডিকেল কলেজের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজে প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় ১৯৪৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। এই কমিটিতে তিনি প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। ১৯৪৮ সালে এ পরিষদ সম্প্রসারিত হয়। নিজেকে ভাষা আন্দোলনের ‘আঁতুড় ঘরের’ সাক্ষী বলে দাবি করেন এ ভাষাসৈনিক।

১৯৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের ওপর পুলিশের পামলার পর তিনি হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় অসংখ্য আহত ভাষাকর্মীর অপারেশন করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি যোগ দেন আমতলার জনসভায়। গায়েবি জানাজায় অংশগ্রহণ

করেন ২২ ফেব্রুয়ারি।

মাজহারুল ইসলামের দাদা মির্জা মাহতাব উদ্দিন বেগ ব্রিটিশ সরকারের নমিনেটেড ডেপুটি পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট এবং বাবা মির্জা হেলাল উদ্দিন ‘ডেভিড অ্যান্ড কোম্পানি’ ও ‘ল্যান্ডেল অ্যান্ড ক্লার্ক’ নামক দুটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কর্মকতা ছিলেন। তৎকালীন পূর্ব বাংলার অর্থমন্ত্রী মির্জা নূরুল হুদা ছিলেন তার মামা।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন